পাঠকের মতামত

(প্রকাশনার জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

কমপিউটার ও ট্যাক্স

বর্তমান বিশ্বের উন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ। যে দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে যত বেশি উন্নত সার্বিকভাবে সে দেশ তত উন্নত। আর আমাদের দেশ বহু আগেই স্বপ্ন দেখে উন্নয়নের কিন্তু বাস্তব রূপ পেতে সময় গড়িয়ে যায় প্রজন্মের। যে দেশে ষাটের দশকে কমপিউটার বসে ছিল সে দেশ এখন কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে সবার পেছনে। হ্যাঁ বাংলাদেশের কথাই বলছি। বহু বেকারের দেশ বাংলাদেশ–এই উপমহাদেশে অনেকের আগেই আমরা কমপিউটার বসিয়েছিলাম আর কমপিউটারায়নের জন্য উপমহাদেশের লেখচিত্র আঁকার সময় বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

অবশ্য দেশে কমপিউটারায়নের ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট সচেতন। সরকারী প্রচার থেকে ছিটেফোঁটা উপলব্ধি আসে যে সরকারও চায় দেশে ব্যাপক কমপিউটারায়ন হউক। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কিছুটা ভিন্ন, যদিও সরকার উদ্যোগী কিন্তু বাস্তবে ধ্যান-ধারনা কিছুটা পুরানো ধাঁচের।

কমপিউটার আমদানীর উপর করারোপের ব্যাপারে আলোকপাত করলে এ ব্যাপারটি কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সরকারী হিসেবে কমপিউটার ও এর অন্যান্য সামগ্রী আমদানীর ক্ষেত্রে কর ৭.৫% এবং ভ্যাট ১৫% এবং অন্যান্য কর প্রায় ৬.৫% বলা হয়। আপাত দৃষ্টিতে এটাকে সঠিক বলে মনে হয় কিন্তু বাস্তবে কমপিউটার ব্যবসায়ীগণকে কর দিতে হচ্ছে আরও বেশি। কিভাবে? তার একটু ব্যাখ্যা করা যাক। দিনে দিনে সারা বিশ্বে কমপিউটার ও অন্যান্য সামগ্রীর দাম দ্রুত কমে যাচ্ছে। আজ যেটার দাম একশত টাকা এক সপ্তাহ পরে সেটা হয়ে যাচ্ছে ষাট কি সত্তর টাকা। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে কমপিউটার আমদানীর পর দেখা যাচ্ছে চার/পাঁচ বছর আগের ট্যারিফ মূল্যের উপর ভিত্তি করে বানানো লিষ্ট অনুসারে প্রায় দ্বিগুণ দাম ধরে তার উপর ট্যাক্স দিতে হচ্ছে।

কমপিউটার আমদানীর জন্য ট্যারিফ মূল্যের যে লিষ্ট তা চার বছর আগের জন্য ঠিক ছিল। কিন্তু সেই মূল্যের তুলনায় বর্তমানে একই পণ্যের দাম অর্ধেক বা তারও কম।

কিন্তু বর্ধিত ট্যাক্স প্রদানের ফলে এদেশে আনা পণ্যের দাম দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কমপিউটার ব্যবহারকারী/ক্রেতাদের বহণ করতে হচ্ছে বর্ধিত মূল্য। সবচেয়ে আশ্চর্য্য কাষ্টমস বিভাগকে বহুবার এ বিষয়টি জানানোর পরও তারা না জানার ভান করে আছেন।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় সরকার ট্যাক্স ও ভ্যাটের জন্য যে কোন হারই ধরুক না কেন সেটা কোন ব্যাপার নয়, সম্ভবত তাদের খাতওয়ারী একটা কোটা আছে। যে কারণে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ঐ সব খাত থেকে বছরে এত টাকা আদায় করতে হবে। এবং সেটা যেভাবেই হউক না কেন?

সেকারণেই কমপিউটারের ট্যাক্সের উপর এমন অবস্থা। ট্যাক্সের হার নির্দিষ্ট রেখে ট্যারিফ মূল্য বাড়িয়ে ধরে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। মনে হয় অর্থমন্ত্রী ট্যাক্স কমিয়ে বাহবা অর্জন করছেন কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় টার্গেট ঠিকভাবেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা এমন- বাহবা নিব কিন্তু অর্থ কম নিবনা। টার্গেট পূরণ করতে হবে সেটা যেভাবেই হউক না কেন?

কিন্তু দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। আমদানী করা পণ্য যতক্ষণ কাষ্টমসে থাকে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ ততক্ষণ যাতাকলে নিস্পেশন করতে থাকে। আর যত দেরী হচ্ছে তত বিলম্ব ফী বাড়ছে। আরও দেরী, বাড়ছে ব্যাংকের সুদ। ফলে যত ক্ষতি বহণ করতে হচ্ছে ব্যবসায়ীকে। আর ব্যবসায়ীরা তা আদায় করছেন সাধারণ ক্রেতার কাছ থেকে।

সরকারের প্রতি আহবান করছি। একটু সদয় হউন এ ব্যাপারে। পদক্ষেপ গ্রহণ করুন কমপিউটারায়নের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

কমপিউটার সোসাইটির সদস্য এবং চাকুরি

বিশ্বের অনেক দেশেই কমপিউটার সোসাইটি একটি শক্তিশালী সংগঠন। যা স্ব স্ব দেশের কমপিউটার অঙ্গণে সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে দেশে কমপিউটারায়নের ব্যাপারে কমপিউটার সোসাইটি এমন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় যাতে করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে কমপিউটারের ব্যবসায়ী মহল পর্যন্ত দিক নির্দেশনা পায়।

বাংলাদেশেও কমপিউটার সোসাইটি নামে একটি সংগঠন রয়েছে। যতদূর জানি এটি সরকারীভাবে রেজিষ্টার্ড না। সোসাইটিতে বড় বড় রথী মহারথীরা সদস্য হওয়ার পরও কেন এটি রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত হয়নি তা সাধারণের কাছে বোধগম্য নয়।

সোসাইটির কর্মকর্তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্বাচন হয়। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারীসহ অন্যান্য পদের জন্য কমপিউটারের মেধাসম্পন্ন লোক নির্বাচিত হন। তারপর এদের কার্যক্রম কি জানা যায়না। কোথায় তাদের অফিস–সোসাইটির কর্মকর্তা কারা তাদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়না। তাদের অফিস কোথায় জানতে চাওয়া হলে একবার পাঠানো হয় বুয়েটে সেখান থেকে পাঠানো হয় মোহাম্মদপুরে। কিন্তু এত ঘোরাঘুরির পরও তাদের চেহারা মেলেনা।

সোসাইটি এ পর্যন্ত কি কাজ করেছে বাংলাদেশে কমপিউটারায়নের লক্ষে? বরং এদেশের কমপিউটার ব্যবসায়ীগণ নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে হউক বা যেকোন স্বার্থেই হউক মাঝে মাঝে প্রদর্শনী বা সেমিনারের আয়োজন করেছে। দেখা গেছে কমপিউটার সোসাইটিতে বাঘা বাঘা লোক থাকতেও রেজিষ্ট্রেশন পায়নি। আর ব্যবসায়ীদের গড়া সমিতি বিসিএস সরকারীভাবে রেজিষ্টার্ড ও চেম্বারেরও সদস্য। আর সেই সমিতি ঢাকা ও চট্টগ্রামে কমপিউটারের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

আর বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মাসিক কমপিউটার জগৎ এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছে যা করার কথা সোসাইটির। কমপিউটার জগৎ গ্রামে গ্রামে স্কুলে স্কুলে কমপিউটারকে নিয়ে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী এমনকি শিক্ষকদের মাঝে পরিচিত করার মত কাজ করেছে যা করার কথা সোসাইটির বা বিসিসির মত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের।

আসলে এত কথা বলার পেছনে আমার একটু ক্ষোভ রয়েছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে সরকারী কোন দপ্তরে বা অধিদপ্তরে কমপিউটার বিভাগে লোক নিয়োগের সময় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কমপিউটার সোসাইটির সদস্য হতে হবে। আমরা যারা বিভিন্ন কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার থেকে কমপিউটার শিখে চাকুরীর জন্য আবেদন করব তারা কি এই আনরেজিষ্টার্ড সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে তারপর আবেদন করব? আগেই উল্লেখ করেছি এই আনরেজিষ্টার্ড সোসাইটির অফিস বা লোকজন খুঁজে বের করাই মুশকিল। তাহলে কি আমরা বিদেশী কোন সোসাইটির সদস্য হব। সেটা সম্ভব? নাকি বাংলাদেশের একমাত্র রেজিষ্টার্ড সমিতি বিসিএস-এর সদস্য হব। সেটাতো আরও সম্ভব নয়, কারণ বিসিএস হলো ব্যবসায়ীদের সমিতি। আমাদের উপায়টা কি? সরকারী চাকুরী পেতে হলে সরকারের রেজিষ্ট্রিকৃত নয় এমন সমিতির সদস্য হতে হবে কেন? কর্তৃপক্ষ জবাব দেবেন কি?

সিরাজুল ইসলাম (খোকন)
বাসাবো, ঢাকা।

পর্ব-১ প্রশ্নমালার উত্তর

(৬৮ নং পৃষ্ঠার পর)

১৫. ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রযুক্তি সরবরাহকারী তিনটি কোম্পানীর নাম ও সরবরাহকৃত প্রযুক্তি সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

ক) ইডিএস (EDS-Electronic Data System): বিশ্বকাপের প্রবেশপত্র, নিরাপত্তা, মালপত্র সরবরাহ ও বন্টন এবং দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনায় সারা বিশ্বকাপ ভেন্যু ও অফিসজুড়ে সিস্টেম উদ্ভাবন ও তার সমন্বয় সাধন করেছে ইডিএস।

খ) সান মাইক্রো সিস্টেম (Sun Microsystem) : সান মাইক্রো সিস্টেম যোগান দিয়েছে কমপিউটারসমূহ। কোম্পানীটি প্রায় এক হাজার সান কমপিউটার সরবরাহ করেছে। সান এর সোলারিস সিস্টেম সফটওয়্যার ডিভেলপমেন্ট টুলস্ প্রভৃতির মাধ্যমে ডিজিটাল ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের কার্যপ্রবাহ নিশ্চিত করেছে।

গ. শ্রিফ্ট : শ্রিফ্ট দূরপাল্লার কণ্ঠ, ভিডিও এবং উপাত্ত আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে বিশ্বকাপ ভেন্যু ও অফিসসমূহের সাথে সংযুক্ত করেছে শ্রিফ্ট টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ভিডিওর মাধ্যমে।

[বিঃ দ্রঃ সাইবেজ এবং এর সরবরাহকৃত প্রযুক্তির নাম যারা লিখেছ তাদের উত্তরও সঠিক হয়েছে।]

AutoCAD

(৪৪ নং পৃষ্ঠার পর)

করে। অটোক্যাডে আপনি আপনার ইচ্ছেমত x, y বা z এর দিক পরিবর্তন করে ড্রয়িং করতে পারেন–এ রকম অবস্থাকে বলা হচ্ছে UCS বা User Co-ordinate System। আবার কোন ভেক্টরের দিকে অর্থাৎ লাইন বা এনটিটি যে দিকে ড্র হয়েছে তার সাপেক্ষে অর্থাৎ E C S বা Entity Co-Ordinate System যাহা অটোক্যাডের রিলিজ ১০ থেকে সংযোজিত হয়েছে। ড্রয়িং এডিটরের লোয়ার লেফ্ট কর্নারে একটি আইকন বা বিশেষ আকৃতির চিহ্ন থাকে যাহা x y এবং z অক্ষ নির্দেশ করে। চিত্রে আইকনের x এর দিক ডানে y এর দিক উপরে এবং z এর দিক ঠিক অপর দিকে বিধায় এর কোন উচ্চতা দেখা যাবে না। অর্থাৎ দু'টো দিক বা 2D দেখা যাবে। দিমাত্রিক ড্রয়িং এর বেলায় UCS এর ব্যবহার নেই বললেই চলে তবে ত্রিমাত্রিক ড্রয়িং এর বেলায় ইহাই মূল নিশানা। কথা শেষ করার আগে ৭x৪ ড্রয়িংটি চেখে পড়লো। এবং স্ক্রিণে বিভিন্ন বিন্দু পিক করতে তারকার মত কিছু অবাঞ্ছিত বিন্দু দেখা যাচ্ছে অটোক্যাডে এগুলো ব্লিপ পয়েন্ট বলে। এগুলো রেফারেন্স এর ন্যায় কাজ করে। ব্লিপ পয়েন্ট দূর করার জন্য REDRAW কমান্ড ব্যবহার করা হয়। যা ব্রাস করা বা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে ফেলার ন্যায় কাজ করে। এবার ড্রয়িং এডিটর থেকে বের হওয়ার অর্থাৎ ডস প্রম্পটে যাওয়ার জন্য QUIT কমান্ড ব্যবহার করে y চাপলে মেইন মেনু পাবেন। সেখান থেকে ০ নং নিয়ে এন্টার দিলেই হলো। আর সেভ করার জন্য কমান্ড প্রোম্পটে SAVE লিখে এন্টার দিলে ফাইলের নাম দেখাবে বর্তমান ফাইলের নাম ব্রাকেটের মধ্যে হিসাবে থাকবে; পছন্দ বা OK হলে এন্টার করতে হবে। (চলবে)